এবং জিহাসুর্নৃপ দেহমাজৌ মৃত্যুং বরং বিজয়ান্মন্যমানঃ।
শূলং প্রগৃহ্যাভ্যপতৎ সুরেন্দ্রং যথা মহাপুরুষং কৈটভোঽপ্সু ॥ ১ ॥
ততো যুগান্তাগ্নিকঠোরজিহ্বমাবিধ্য শূলং তরসাসুরেন্দ্রঃ।
ক্ষিপ্ত্বা মহেন্দ্রায় বিনদ্য বীরো হতোসি পাপেতি রুষা জগাদ ॥ ২ ॥
খ আপততদ্বিচলদ্গ্রহোল্কবন্নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমজাতবিক্লবঃ।
বজ্রেণ বজ্রী শতপর্ব্বণাচ্ছিনদ্ভুজঞ্চ তস্যোরগরাজভোগং ॥ ৩ ॥
ছিন্নৈকবাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রং।
হনৌ ততাড়েন্দ্রমথামরেভং বজ্রঞ্চ হস্তান্ন্যপতন্মঘোনঃ।

শ্রীধরস্বামী।

মহাপুরুষং শ্রীবিষ্ণুং অপ্সু প্রলয়োদকে ॥ ১ ॥

যুগান্তাগ্নিবৎ কঠোরা জিহ্বা শিখা যস্য তদাবিধ্য ভ্রাময়িত্বা ॥ ২ ॥

তৎ খে আপততৎ আগচ্ছৎ বিচলৎ পরিভ্রমৎ গ্রহশ্চ উল্কাচ গ্রহোল্কং তদ্বৎ দুষ্প্রেক্ষ্যং শতং পর্ব্বাণি যস্য তেন। উরগরাজো বাসুকিঃ তস্য ভোগো দেহ স্তদাকারং ॥ ৩ ॥

হনৌ কপোলপ্রান্তে অমরেভমৈরাবতঞ্চ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মাময়মিতি কর্ত্তব্য মূঢ়ো নহন্তি তদহমেব স্বসৌর্য্যং দর্শয়ন্নিমমুৎসাহয়ানি কোপয়ানিচ যতোমাময়ং শীঘ্রং নিহন্যাদিত্যাশয়েনাহ পুনর্যোদ্ধুং প্রবৃত্ত ইত্যাহ শূলমিতি। অপ্সু প্রলয়োদকে ॥ ১ ॥

জিহ্বা শিখা আবিধ্য ভ্রময়িত্বা ॥ ২ ॥

আপততৎ আগচ্ছৎ ॥ ৩ ॥

হনৌ কপোলপ্রান্তে ॥

পুরুহূত ইন্দ্রঃ ॥ ৪। ৫ ॥

মহর্ষি শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বৃত্রাসুর এই প্রকারে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে বিজয় অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ করিয়া মান্য করত শূল গ্রহণ করিল এবং যেমন কৈটভাসুর প্রলয়োদকে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি পতিত হইয়াছিল তাহার ন্যায় দেবরাজের অগ্রে পতিত হইল ॥ ১ ॥

তদনন্তর যে শূলাস্ত্রের শিখা প্রলয়াগ্নি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, সেই শূল বেগে ঘূর্ণিত করিয়া মহেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল, পরে সিংহনাদ করিতে করিতে ক্রোধ ভরে "অরে পাপ! তুই হত হইলি" এই প্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

হে মহারাজ! দানবরাজের ঐ শূল গ্রহ এবং উল্কার তুল্য দুষ্প্রেক্ষ্য ছিল, যদিও নিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতে ২ আসিতে লাগিল, তথাচ তদ্দর্শনে অমরেশ্বরের কিঞ্চিন্মাত্র বৈক্লব্য জন্মিল না, তিনি শত পর্ব্ব সমন্বিত বজ্র দ্বারা অনায়াসে তাহা ছেদন করিলেন এবং ঐ অসুরের ভুজ, যাহা উরগরাজ বাসুকির দেহাকার তাহাও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩ ॥

এক বাহু ছিন্ন হইলে বৃত্রাসুর ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া পরিঘ (লৌহময় যষ্টি) ধারণ পূর্ব্বক বজ্রধর পুরন্দরের প্রতি ধাবমান হইল এবং তাঁহার হনুদেশে অর্থাৎ কপোলের প্রান্ত ভাগে

বৃত্রস্য কর্ম্মাতিমহাদ্ভুতং তৎ সুরাসুরাশ্চারণ সিদ্ধসংঘাঃ।
অপূজয়ং স্তৎ পুরুহূতসঙ্কটং নিরীক্ষ্য হাহেতি বিচক্রুশুর্ভৃশং ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রো ন বজ্রং জগৃহে বিলজ্জিতশ্চ্যুতং স্বহস্তাদরিসন্নিধৌ পুনঃ।
তমাহ বৃত্রোহর আত্ত বজ্রো জহি স্বশত্রুং ন বিষাদ কালঃ ॥ ৫ ॥
যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং জয়ঃ সদৈকত্র নবৈ পরাত্মনাং।
বিনৈকমুৎপত্তিলয় স্থিতীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনং ॥ ৬ ॥
লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে। দ্বিজা ইব সিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণং ॥ ৭
ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেবচ। তমজ্ঞায় জনোহেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ং।

শ্রীধরস্বামী।

পুনশ্চ তমাহ বৃত্রঃ হে হরে ইন্দ্র ॥ ৫ ॥

সদা জয়ো নৈব কিন্তু কুত্রচিজ্জয়ঃ একত্র কুত্রচিন্ন বৈ। যদ্বা কুত্রচিদপি যুযুৎসতাং সদা জয়ো ন বৈ কিন্ত্বেকত্রৈব কদাচিদেবেত্যর্থঃ। পরো দেহ আত্মা যেষাং পরাধীনাত্মনামিতি বা। আদ্যমনাদিং সনাতনং নিত্যং ॥ ৬ ॥

পরাধীনতামেবাহ লোকা ইতি সপ্তভিঃ। যস্য বশে স্থিতাঃ স্বয়ং বিবশাঃ সন্তঃ শ্বসন্তি চেষ্টন্তে দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ সিচা জালেন কালঃ কলয়তীতি ভগবানিহ জয়াদৌ কারণং ॥ ৭ ॥

ওজ আদি রূপং তং কালং হেতুমজ্ঞায় অবিজ্ঞায় জড়ং সন্তমাত্মানং দেহং হেতুং মন্যতে ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

আততায়িনাং শস্ত্রবতাং কুত্রচিৎ শত্রুষু সদা জয়ঃ একত্র শত্রৌ নজয়শ্চ। যথা যুষ্মাকং অসুরেষু সদা জয়ঃ। ময়িতু নজয় ইত্যর্থঃ। যতঃ পরঃ অনাত্মাত্মীয়ঃ অস্বাধীন আত্মা পরমেশ্বরো যেষাং পরমেশ্বরস্তু সদৈব জয় ইত্যাহ বিনৈকমিতি। তেন স্বাধীনীকৃত পরমেশ্বরাণামর্জ্জুনাদীনামিব ন যুষ্মাকং সদা জয় ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাদ্যুষ্মাকং কর্ম্মাধীনানাং তু শুভাশুভাদৃষ্টানুকূলঃ কালএব জয়পরাজয়য়োঃ কারণমিত্যাহ লোকা ইতি যস্য বশে স্থিতাঃ শ্বসন্তি চেষ্টন্তে দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ শিচা জালেন ॥ ৭ ॥

ওজ আদি রূপং তং কালং হেতুমজ্ঞায় অবিজ্ঞায় জড়ং সন্তমাত্মানং দেহং হেতুং মন্যতে ॥

মহাবলে আঘাত করিল, তাহাতে অমরেন্দ্র—বাহান ঐ রাবণও তাড়িত হইল এবং মহেন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্রও পড়িয়া গেল। হে নরেন্দ্র! দানবেন্দ্রের ঐ মহাদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া সুর, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধর্ব্বগণ বহু বহু প্রশংসা করিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রের বিপদ দর্শনে তৎক্ষণাৎ সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

হে রাজন্! হস্ত হইতে বজ্র পতিত হওয়াতে ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া শত্রু সমক্ষে তাহা পুনরায় উত্তোলন করিয়া লয়েন নাই, ইহাতে বৃত্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেবরাজ! বজ্র উঠাইয়া লইয়া নিজ বৈরিকে বধ কর, এখন বিষাদের সময় নহে ॥ ৫ ॥

অহে অমরাধীশ! উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের ঈশ্বর এক সর্ব্বজ্ঞ সনাতন আদি পুরুষ ব্যতিরেকে পরাধীনাত্মা আততায়ি যুযুৎসু পুরুষদিগের সর্ব্বত্র জয়ই হয় না, কোথাও জয়, কোথাও বা অজয় হইয়া থাকে, অতএব তোমার বিষাদের বিষয় কি? ॥ ৬ ॥

হে দেবেন্দ্র! লোকপাল সহিত এই সমস্ত লোক যাঁহার অধীন হওয়াতে জালবদ্ধ পক্ষিদের ন্যায় বিবশ হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে চেষ্টা করিতেছে, সেই কালই অর্থাৎ ভগবানই জয়াদির কারণ ॥ ৭

হে দেবরাজ! সেই ভগবানই সামর্থ্য, সাহস, বল, প্রাণ, অমৃত এবং মৃত্যুর স্বরূপ, কিন্তু আশ্চর্য্যের

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ। এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ৮ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ। শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥
অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতে হনীশমীশ্বরং। ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ং ॥ ১০
আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ। ভবন্ত্যেবহি তৎকালে যথাহনিচ্ছোর্বিপর্য্যয়াঃ ॥ ১১

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু স্বারম্ভক প্রধান পুরুষাদি তন্ত্রাণীতি যুক্তং তত্রাহ পুরুষ ইতি। ব্যক্তং মহত্তত্ত্বং। আত্মা অহঙ্কারঃ ॥ ৯ ॥

নন্বু স্বকর্ম্ম দ্বারা জীব এব সৃষ্ট্যাদি হেতুরিতি মীমাংসকা মন্যন্তে তত্রাহ এবমবিদ্বান্ অনীশমেবাত্মানং ঈশ্বরং স্বতন্ত্রং মন্যতে। নন্বু পিত্রাদয়ঃ স্রষ্টারো দৃশ্যন্তে ব্যাঘ্রাদয়শ্চ হন্তারঃ তত্রাহ ভূতৈরিতি স্বয়মীশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

নন্বু ত্বয়া পরাজিতস্য মম জয়াদি শঙ্কৈব নাস্তি কিমিতি বলান্মাং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়সি তত্রাহ আয়ুরিতি। তৎকালে জয়াদি কালে বিপর্য্যয়া অকীর্ত্ত্যাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ তস্য কালস্যাপি বশয়িতা যঃ পুরুষঃ সোপি যস্য বশে স স্বয়ং ভগবানেব সর্ব্বকারণকারণমিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি দ্বাভ্যাং। ঈশতন্ত্রাণি তস্যেশ্বরস্যাধীনানি ॥ ৮ ॥

পুরুষো মহৎস্রষ্টা স্বাংশোপি কিমুত প্রকৃত্যাদয় ইত্যর্থঃ। ব্যক্তং মহত্তত্ত্বমাত্মা অহঙ্কারঃ। এতে যস্যানুগ্রহাদ্বিনা সর্গাদৌ নশক্নুবন্তি। নচ পুরুষশ্চ সএব কথং তদনুগ্রাহ্য ইতি বাচ্যং। পর ব্রহ্মণোপি তদনুগ্রাহ্যত্ব শ্রবণাৎ যথা মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈ র্বিবৃতং হৃদীতি ॥ ৯ ॥

নন্বু স্বকর্ম্ম দ্বারা জীবএব সৃষ্ট্যাদি হেতুরিতি মীমাংসকা মন্যন্তে তত্রাহ এবমবিদ্বান্। অনীশমেবাত্মানং জীবং ঈশং মন্যতে। নন্বু পিত্রাদয়ঃ স্রষ্টারোদৃশ্যন্তে ব্যাঘ্রাদয়স্তু হন্তারস্তত্রাহ ভূতৈরিতি ॥ ১০ ॥

নন্বু ত্বয়া পরাজিতস্য মম জয়াদি শঙ্কৈব নাস্তি কিমিতি বলান্মাং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়সীতি তত্রাহ আয়ুরিতি। তৎকালে আয়ুরাদ্যনুকূলে কালে অতস্ত্বয়ং জয়কালস্ত্বং জেষ্যস্বীতি ভাবঃ। বিপর্য্যয়া মৃত্যুদারিদ্র্যাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

বিষয় এই যে, জন সকল তাঁহাকে জয়াদির কারণ না জানিয়া জড়রূপে বর্ত্তমান এই যে দেহ ইহাকে কারণ বলিয়া মানে। পরন্তু হে মঘবন্! যেমন দারুময়ী নারী, অথবা যেমন পত্রময় মৃগ স্বতন্ত্র হইয়া কোন চেষ্টা করিতে পারে না তাহার ন্যায়, এই সমস্ত ভূত ভগবান্ ঈশের পরতন্ত্র, অর্থাৎ এ সকলও তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন ব্যাপারে সমর্থ নহে ॥ ৮ ॥

অধিক কি বলিব তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে প্রকৃতি পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, এ সকলও জীবের সৃষ্ট্যাদিতে সক্ষম নহে ॥ ৯ ॥

হে মহেন্দ্র! মীমাংসকেরা কহিয়া থাকেন জীবই স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা সৃষ্ট্যাদির হেতু, কিন্তু ঐ মত যথার্থ নহে, অবিদ্বান্ ব্যক্তিই দেহকে ঈশ্বর অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া মানে। যদি বল পিত্রাদি হইতে সৃষ্টি ও ব্যাঘ্রাদি হইতে বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর, তাহারাও পরতন্ত্র। ফলতঃ ভগবানই স্বয়ং পিত্রাদি ভূত সকলের দ্বারা ভূতগণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং তিনিই ব্যাঘ্রাদি ভূত সকলের দ্বারা ভূত সকলকে গ্রাস করেন ॥ ১০ ॥

হে দেবরাজ! তুমি আমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছ ইহাতে তোমার জয় হইবার সম্ভাবনা নাই, আমি বল পূর্ব্বক তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইতেছি এমত আশঙ্কা করিও না, পুরুষের কীর্ত্তি, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, আয়ু এবং আশিষ এ সকল জয়াদি কালে অবশ্যই হয়, কিন্তু ঐ সময়ে তদ্বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বিপরীত অর্থাৎ অকীর্ত্তি ইত্যাদি হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

তস্মাদকীর্ত্তি যশসোর্জয়াপজয়য়োরপি। সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা ॥ ১২ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ। তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥ ১৩ ॥
পশ্য মাং নির্জ্জিতং শক্র বৃক্কায়ুধভুজং মৃধে। ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥ ১৪ ॥
প্রাণগ্রহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষোবাহনাসনঃ। অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ ॥ ১৫ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
ইন্দ্রোবৃত্রবচঃ শ্রুত্বা গতালীকমপূজয়ৎ। গৃহীতবজ্রঃ প্রহসংস্তমাহ গতবিস্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্মাদেবং সর্ব্বমীশ্বরাধীনং তস্মাৎ সমঃ স্যাৎ হর্ষবিষাদ হীনো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

সমদৃষ্টাবুপায়মাহ সত্ত্বমিতি হর্ষাদিভি র্ন বধ্যতে ॥ ১৩ ॥

হর্ষবিষাদ নিবৃত্ত্যৈ তবাহমেব গুরুরিত্যাহ পশ্যেতি বৃক্কমায়ুধং ভুজশ্চ যস্য ॥ ১৪ ॥

অনিয়তত্বং দ্যূত রূপকেণোপসংহরতি প্রাণা এব গ্রহঃ পণো যস্মিন্ ইষব এবাক্ষাঃ পাশকা যস্মিন্ বাহনান্যেব হস্ত্যাদীনি ইতস্ততশ্চাল্যমানানি আসনানি ফলকা যস্মিন্ ॥ ১৫ ॥

গতালীকং নিষ্কপটং ॥ ১৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

বাহনানি হস্ত্যাদীন্যেব আসনানি সারি স্থানীয়ানাং যোদ্ধৃণামাধার ভূতাঃ ফলকা যস্মিন্ ॥ ১৫ ॥

গত বিস্ময়ঃ প্রাপ্তবিস্ময়ঃ ॥ ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

সমঃ সমভাবনাবান্ স্যাৎ সুখ দুঃখয়োঃ ॥ ১২ ॥

জয়পরাজয়াদ্যা গুণকার্য্যাএব আত্মা তু গুণব্যতিরিক্ত এবেতি বিবেকেন হর্ষ বিষাদৌ ন কার্য্যাবিত্যাহ সত্ত্বমিতি। নবধ্যতে সংসার বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

অত্রার্থে অহমেব তে গুরুরিত্যাহ পশ্যেতি ॥ ১৪ ॥

যুদ্ধমিদং দ্যূত ক্রীড়নমেব। দোষ বুদ্ধ্যাপি রাগিভি স্ত্যক্তুমশক্যমিত্যাহ প্রাণএব গ্রহঃ পণোযত্র। ইষব এবাক্ষাঃ পাশকা যস্মিন্। বাহনানি হস্ত্যশ্বাদীন্যেব আসনানি ফলকা যস্মিন্ ॥ ১৫ ॥

গতবিস্ময় ইতি হন্ত হন্ত কথমসুরস্যাপ্যেতাবন্তি ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্যাণীতি প্রথমং বিস্মিতো হাস্তরহিত এবাসীৎ। ততঃ

অতএব হে সুরাধীশ! যে হেতু সকলই ঈশ্বরাধীন, সেই কারণে কীর্ত্তি, অকীর্ত্তি, জয়, পরাজয়, সুখ, দুঃখ, তথা জীবন মরণে সমান অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ শূন্য হওয়া উচিত ॥ ১২ ॥

হে মঘবন্! সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, যে ব্যক্তি আত্মাকে গুণ ত্রয়ের সাক্ষী স্বরূপ জানেন, তিনি হর্ষাদি দ্বারা কখন বদ্ধ হন না ॥ ১৩ ॥

অহে শক্র! বিষাদ নিবৃত্তি নিমিত্ত এক্ষণে আমিই তোমার গুরু হইতেছি, আমাকে অবলোকন কর, আমি তোমা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছি এবং আমার অস্ত্র ও হস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তথাপি তোমার প্রাণ সংহার ইচ্ছা করিয়া যথাশক্তি যত্ন করিতেছি ॥ ১৪ ॥

হে দেবরাজ! আমাদের এই সংগ্রাম দ্যূতক্রীড়ার তুল্য, ইহাতে পরস্পরের প্রাণই পণ,শর সমূহই পাশক, বাহনগণই হস্ত্যশ্বাদি বলরূপে ইতস্ততঃ চাল্যমান হইতেছে, এ দ্যূতে কাহার জয় হইবে ও কাহার পরাজয় হইবে এখনও জানা যাইতেছে না ॥ ১৫ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বৃত্রাসুরের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইলেন এবং

অহো দানব সিদ্ধোসি যস্য তে মতিরীদৃশী। ভক্তঃ সর্ব্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরং।
ভবানতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীং। যদ্বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাঙ্গতঃ।
খল্বিদং মহদাশ্চর্য্যং যদ্রজঃ প্রকৃতেস্তব। বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ॥ ১৭॥
যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে। বিক্রীড়িতোমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥ ১৮
শ্রীশুক উবাচ॥
ইতি ব্রুবাণাবন্যোন্যং ধর্ম্মজিজ্ঞাসয়া নৃপ। যুযুধাতে মহাবীর্য্যাবিন্দ্রবৃত্রৌ যুধাংপতী॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামী।

ভক্তঃ সেবিতবানসি॥ ১৭॥
তস্য তব খাতকোদকৈঃ গর্ত্তাদি জলোপমৈঃ স্বর্গাদিভিঃ কিং॥ ১৮॥
যুধাং সংগ্রামাণাং পতী মুখ্যৌ॥ ১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

প্রহ্লাদ বলি প্রভৃতি স্মৃত্যা ভক্তিরস্মাদৃশেভ্যোপি কোটি গুণিতা খল্বসুরেষ্বপি সংভবেদেব ইতি বিস্ময়াপায়ে তস্য প্রহর্ষ হেতুকো হাসশ্চাভূদিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

ভক্তঃ সেবিতবানসি॥

মহদাশ্চর্য্যমিতি। পুনরপি বিস্ময়োদয়ঃ। রজঃস্বভাবস্য তব কথং দৃঢ়া ভক্তিঃ প্রহ্লাদাদৌতু নারদাদি মহদনুগ্রহেণৈব রজঃ স্বভাবাপগমাত্তত্রোচিতৈব ভক্তিরিতি ভাবঃ। সত্ত্বাত্মনি শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তৌ॥ ১৭॥

তব স্বর্গাদি ভোগোপেক্ষাযুক্তৈবেত্যাহ। যস্যেতি খাতোদকৈঃ গর্ত্তাদিজলোপমৈঃ স্বর্গাদিভিঃ কিং অস্মাকন্তু ভক্ত্যভাবাদেতৈরেব নির্ব্বৃতিরিতি ভাবঃ॥ ১৮। ১৯॥

নিষ্কপট জানিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিস্ময় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্র গ্রহণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন॥ ১৬॥

অহে দানবেন্দ্র! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, অহো! তোমার এ প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়াছে। বোধ হইতেছে তুমি সর্ব্বান্তঃ করণে সকলের আত্মা ও সুহৃদ্ যে জগদীশ্বর, তাঁহার সেবা করিয়াছ, অপর জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়া উত্তীর্ণ হইয়াছ, যে হেতু তোমাতে অসুর ভাবের অভাব এবং মহাপুরুষ ভাবের প্রকাশ দেখিতেছি। পরন্তু ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, তুমি রজঃ প্রকৃতি, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেবে তোমার দৃঢ়া মতি কি প্রকারে হইল?॥ ১৭॥

যাহা হউক, নিঃশ্রেয়সের ঈশ্বর ভগবান্ হরিতে যখন তোমার ভক্তি জন্মিয়াছে এবং যখন তুমি অমৃত সাগরে বিহার করিয়াছ, তখন ক্ষুদ্র গর্ত্তাদির জল তুল্য স্বর্গাদিতে তোমার আর প্রয়োজন নাই, নিশ্চয় জানিতে পারিলাম॥ ১৮॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করিয়া ঐ প্রকার কহিতে কহিতে ইন্দ্র ও বৃত্রের ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল, দুই জনেই মহাবীর্য্য ও মহাযোদ্ধা, অতএব কোন পক্ষের ন্যূনতা বোধ হইল না॥ ১৯॥

আবিধ্য পরিঘং বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সমরিন্দমঃ। ইন্দ্রায় প্রাহিণোদ্ঘোরং বামহস্তেন মারিষ।
সতু বৃত্রস্য পরিঘং করঞ্চ পরিঘোপমং। চিচ্ছেদ যুগপদ্দেবো বজ্রেণ শতপর্ব্বণা॥ ২০॥
দোর্ভ্যামুৎকৃত্তমূলাভ্যাং বভৌ রক্তস্রবোঽসুরঃ। ছিন্নপক্ষো যথাগোত্রঃ খাদ্‌ভ্রষ্টো বজ্রিণাহতঃ॥২১
কৃত্বাঽধরাং হনুং ভূমৌ দৈত্যোদিব্যুত্তরাং হনুং। নভোগম্ভীরবক্ত্রেণ লেলিহোল্বণজিহ্বয়া॥ ২২
দংষ্ট্রাভিঃ কালকল্পাভির্গ্রসন্নিব জগত্রয়ং। অতিমাত্র মহাকায় আক্ষিপংস্তরসা গিরিং॥ ২৩॥
গিরিরাট্‌ পাদচারীব পদ্ভ্যাং নির্জরয়ন্মহীং। জগ্রাস স সমাদ্য বজ্রিণং সহবাহনং॥ ২৪॥
মহাপ্রাণো মহাবীর্য্যো মহাসর্প ইব দ্বিপং। বৃত্রগ্রস্তং তমালোক্য সপ্রজাপতয়ঃ সুরাঃ।
হা কষ্টমিতি নির্ব্বিণ্ণাশ্চুক্রুশুঃ সমহর্ষয়ঃ॥ ২৫॥

শ্রীধরস্বামী।

হে মারিষ শ্রেষ্ঠ হে রাজন্॥ ২০॥
উৎকৃত্তং মূলং যয়োস্তাভ্যাং রক্তং স্রবতীতি তথা। গোত্রঃ পর্ব্বতঃ॥ ২১॥
কৃত্বা ধরামিত্যাদে র্জগ্রাসেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। নভোবৎ গম্ভীরেণ বক্ত্রেণ লেলিহঃ সর্পঃ তদ্বদুল্বণয়া জিহ্বয়া॥ ২২॥
কালকল্পাভি র্মৃত্যু তুল্যাভিঃ। অতিমাত্রোঽত্যুচ্ছ্রিতো মহান কায়ো যস্য আক্ষিপন্ চালয়ন্॥ ২৩॥
নির্জরয়ন্ চূর্ণয়ন্॥ ২৪॥
মহাপ্রাণো মহাবলঃ মহাবীর্য্যো মহাপ্রভাবঃ॥ ২৫॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

আবিধ্য ভ্রাময়িত্বা মারিষ হে মান্য॥ ২০॥
গোত্রঃ পর্ব্বতঃ॥ ২১॥
নভোবদ্গম্ভীরেণ বক্ত্রেণ লেলিহঃ সর্প স্তদ্বদুল্বণয়া জিহ্বয়া নির্জরয়ন্ জীর্ণীকুর্ব্বন্ তরসা জগ্রাসেত্যন্বয়ঃ॥ ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মহাবল বৃত্র কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় ঘোর পরিঘ অস্ত্র বাম করে ধারণ করিয়া ঘূর্ণিত করত ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল কিন্তু তাহার ঐ পরিঘ এবং পরিঘ তুল্য কর উভয়কেই দেবরাজ আনত পর্ব্ব বজ্র দ্বারা এক কালীন ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ২০॥

বাহুদ্বয়ের মূল উৎকৃত্ত হইলে তাহা হইতে অনর্গল রুধির নির্গত হইতে লাগিল কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্রের বজ্রে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বত যেমন আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোভা পায় তাহার ন্যায়, ঐ অসুর শোভা পাইতে লাগিল॥ ২১॥

অনন্তর সে আপনার হনুদেশ অর্থাৎ গণ্ডের নিম্নভাগ ভূমিতে পাতিয়া ও উপর ভাগ স্বর্গে রাখিয়া আকাশের ন্যায় গম্ভীর মুখ ও সর্পতুল্য উল্বণ জিহ্বা॥ ২২॥

এবং মৃত্যু সদৃশ করাল দংষ্ট্রা দ্বারা ত্রিজগৎ যেন গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে আপনার প্রকাণ্ড দেহ অত্যর্থ উচ্ছ্রিত এবং বেগে গিরি সকল সঞ্চালিত করিয়া॥ ২৩॥

পাদচারি পর্ব্বতরাজের ন্যায় পৃথ্বী চূর্ণ করত বজ্রধারি পুরন্দরের নিকটে আসিল এবং বাহন সহিত তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করিয়া মুখের মধ্যে পূরিল॥ ২৪॥

হে রাজন্! মহাবল মহাপ্রতাপ মহাসর্প যদ্রূপ গজকে গ্রাস করে তাহার ন্যায় ঐ অসুর সুরপতিকে গ্রাস করিল। দেবগণ দেবরাজকে বৃত্রগ্রস্ত দেখিয়া ভয় ও নির্ব্বেদে বিবর্ণ হইলেন এবং ঋষিগণ সহিত "হা কষ্ট" এই প্রকার কহিতে কহিতে পরিতাপ আরম্ভ করিলেন॥ ২৫॥

নিগীর্ণোঽপ্যসুরেন্দ্রেণ ন মমারোদরং গতঃ। মহাপুরুষসন্নদ্ধো যোগমায়াবলেন চ ॥ ২৬ ॥
ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎকুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্বিভুঃ। উচ্চকর্ত্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা ॥ ২৭ ॥
বজ্রস্তু তৎ কন্ধরমাশুবেগঃ কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ।
ন্যপাতয়ত্তাবদহর্গণেন যোজ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে ॥ ২৮ ॥
তদাচ খে দুন্দুভয়ো বিনেদু র্গন্ধর্ব্বসিদ্ধাঃ সমহর্ষিসংঘাঃ।
বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈ স্তমভিষ্টুবানা মন্ত্রৈর্মুদা কুসুমৈরভ্যবর্ষন্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মহাপুরুষেণ কবচরূপেণ শ্রীনারায়ণেন সন্নদ্ধো দংশিতঃ যোগবলেন মায়াবলেন চ ॥ ২৬ ॥

বলভিদিন্দ্রঃ। উচ্চকর্ত্ত চিচ্ছেদ ॥ ২৭ ॥

তস্য কন্ধরং কন্ধরাং আশুবেগঃ অতিবেগবান্ জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং অয়নে দক্ষিণোত্তর গতিরূপে সম্বৎসরে যোঽহর্গণঃ ষষ্ট্যুত্তর শতত্রয়াত্মকঃ তাবতাহর্গণেনৈব বার্ত্রহত্যে বৃত্রহত্যা যোগ্যে কালেন্যপাতয়ৎ। যদ্বা স্বার্থে তদ্ধিতঃ বৃত্রহত্যায়াং বৃত্রহননার্থং পরিবর্ত্তমান ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বার্ত্রঘ্ন লিঙ্গৈ র্মন্ত্রৈঃ বৃত্রহন্তুর্বীর্য্য প্রকাশকৈঃ বার্ত্রহত্যা যশসে পৃতনাসাহ্যায় চেত্যাদ্যৈঃ তমিন্দ্রং অভিষ্টুবানাঃ অভিষ্টুবন্তঃ ॥ ২৯ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ন মমারেত্যত্র হেতুমাহ মহাপুরুষেণ বিশ্বরূপোপদিষ্ট নারায়ণবর্ম্মণা সংনদ্ধঃ ননু গুরুবধেপি সা বিদ্যা স্ফুরদিতি শাস্ত্রবিদাম সম্মতঃ তত্রাহ যোগেতি। সংপ্রতিলব্ধেন ভগবচ্ছক্তিবলেনেত্যর্থঃ। চকারাত্তবলেন পূর্ব্বশক্রেরপ্যুদ্ভবোগমিতঃ ॥ ২৬।২৭।২৮।২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী

মহাপুরুষেণ শ্রীনারায়ণ কবচেন সংনদ্ধো দংশিতঃ যোগবলেন স্বমায়া বলেনচ তত্র যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। মায়া অন্তর্দ্ধায় পবনাদি রূপেণ স্থিতিঃ ॥ ২৬ ॥

উচ্চকর্ত্ত চিচ্ছেদ ॥ ২৭ ॥

আশুবেগোপি সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ কন্ধরায়াঃ সর্ব্বতোদিক্ষু ভ্রমন্নেব কৃন্তন্ ন্যত্বকর্ত্তোদিশঃ। কন্ধরায়া মহাসারত্বাদিতি ভাবঃ। তাবতা অহর্গণেন কর্ত্তিত্বা ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ যোঽহর্গণঃ জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং সম্বন্ধিনী অয়নে দ্বে দক্ষিণোত্তরে অভিব্যাপ্য ভবেদিত্যর্থঃ। অয়নে কীদৃশে বার্ত্রহত্যে বৃত্রহত্যাযোগ্যে দণ্ডাদি য প্রত্যয়ান্তাৎ স্বার্থিকে নানা তত্র ভবার্থে নানা বারূপং ॥ ২৮ ॥ বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈ বার্ত্রহত্যা যশসে পৃতনাসাহ্যায় চেত্যাদ্যৈর্ম ন্ত্রৈস্তমিন্দ্রমভিষ্টুবানা ॥ ২৯ ॥

হে রাজন্! যদিও অসুরেন্দ্র কর্ত্তৃক গিলিত হইয়া মহেন্দ্র তদীয় উদর গত হইলেন, তথাচ নারায়ণ—কবচে সন্নদ্ধ থাকাতে তৎপ্রভাবে যোগমায়ার বলে দেবরাজের মৃত্যু হইল না ॥ ২৬ ॥

কিয়ৎক্ষণানন্তর স্বীয় বজ্র দ্বারা ঐ অসুরের কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন এবং নিজ তেজে গিরি শৃঙ্গের ন্যায় ঐ শত্রুর শিরঃ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্! যদিও ইন্দ্রের বজ্র অতিশয় বেগবান্ তথাচ বৃত্রহননার্থ সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত হইয়া তাহার কন্ধর কর্ত্তন করত সূর্য্যাদির দুই অয়নে অর্থাৎ সম্বৎসরে যত দিন, তত দিনে তাহা পাতিত করিল ॥ ২৮ ॥

মহারাজ! বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইল এবং গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ মহর্ষি সংঘ সহিত বৃত্রহন্তার বীর্য্য প্রকাশক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূরি ভূরি স্তব করত আহ্লাদে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

বৃত্রস্য দেহান্নিষ্ক্রান্তমাত্মজ্যোতিররিন্দম। পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামলোকং সমপদ্যত ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধো দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

বৃত্রে হতে ত্রয়োলোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ। সপালা হ্যভবন্ সদ্যো বিজ্বরা নির্ব্বৃতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥

দেবর্ষি পিতৃভূতানি দৈত্যা দেবানুগাঃ স্বয়ং। প্রতিজগ্মুঃ স্বধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়স্ততঃ ॥ ২ ॥

শ্রীরাজোবাচ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অলোকং লোকাতীতং ভগবন্তং ॥ ৩০

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠে দ্বাদশঃ ॥ * ॥

ত্রয়োদশেতু বৃত্রাখ্য ব্রহ্মহত্যা মহাভয়াৎ। চিরং নষ্টোঽবিতঃ শক্রো বিষ্ণুনেতি নিরূপ্যতে ॥ ০ ॥

অনির্ব্বৃতং শক্রমপৃষ্ট্বা স্বয়মেব প্রতিজগ্মুঃ ॥ ২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

বৃত্রস্যেতি আত্মজ্যোতিরাবির্ভূত পার্ষদদেহাত্মকং। অলোকং ভগবল্লোকং ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভস্ত দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অত্র যদৈব বৃত্রঃ সবাহনমিন্দ্রং জগ্রাস তদৈব মম হন্তা অন্যঃ কোপি নাস্তীতি নিশ্চিত্য যোগবলেনৈব দেহং ত্যক্ত্বা কথং ন শীঘ্রং ভগবৎ পার্শ্বং যামীতি বিভাব্য সমাধিং চকার তদৈবেন্দ্রোঽচেতনস্য বৃত্রদেহস্য কুক্ষিং বিদার্য্য নিঃসৃত্য শিরশ্ছেদে প্রবৃত্ত ইতি গিরি শৃঙ্গমিব চকর্ত্তেতি দৃষ্টান্তাৎ জ্ঞেয়ং। আত্মজ্যোতিঃ পার্ষদদেহাত্মকঃ প্রকাশঃ বৃত্রদেহাৎ পৃথগ্ভূতঃ। অলোকং লোকাতীতং শ্রীসঙ্কর্ষণ বৈকুণ্ঠং ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। ষষ্ঠস্য দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ত্রয়োদশে ব্রহ্মহত্যা ভয়াদিন্দ্রোঽবসচ্চিরং। মানসাম্ভোজনালেঽস্য ততো রক্ষাশ্বমেধতঃ ॥ ০ ॥

ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয় ইতি। ইন্দ্রস্য স্বধিষ্ণ্য গমনং নোপপদ্যতে বৃত্রবধক্ষণ এব ব্রহ্মহত্যোপদ্রব প্রাপ্তেঃ। তস্মাত্তত ইত্যনেন মানসসরোবরাদাগত্য প্রবর্ত্তিতাদশ্বমেধাৎ পরত ইতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ১। ২ ॥

হে শত্রুনাশন রাজন্! সেই সময়ে বৃত্রদেহ হইতে তদীয় আত্মজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া দর্শনকারি দেবগণের সমক্ষেই ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবে গিয়া সঙ্গত হইল ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠে দ্বাদশ ॥ * ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বৃত্রবধ জনিত ব্রহ্ম হত্যা ভয়ে ইন্দ্রের চির পলায়ন এবং ভগবান্ কর্ত্তৃক তাঁহার রক্ষা ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ইন্দ্র ব্যতীত লোকপাল সহিত তিন লোকের মনঃ সদ্যঃ বিজ্বর ও নির্ব্বৃত হইল ॥ ১ ॥

দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য ও দেবানুচর সকল তথা ব্রহ্মা ঈশ প্রভৃতি সানন্দমনে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন কিন্তু মহেন্দ্র আপনার কর্ম্ম দ্বারা বিষণ্ণ হইয়া কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিতেও কাহারও বিলম্ব সহিল না ॥ ২ ॥